ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচন ঃ ধারণা ও কৌশল

এস, জে, আনোয়ার জাহিদ *

Local Level Participatory Plans and Project Preparation and Selection : Concept and Strategies

S. J. Anowar Zahid

Abstract : In Bangladesh, annual sectoral national plan are prepared on the basis of the goals of Perspective Plan and Five-year Plan. Under the braod concept of national planning, some regional and local plans are also made in order to accelerate national development. These Plans generally prepared by the professional planners and bureaucrats following the top-down approach without considering mobilisation of local resources and active participation of beneficiaries. But in the sixties, the country has experienced in local level planning through launching Rural Works Programme (RWP), Thana Irrigation Programme (TIP) and Two-tier Cooperatives programme in the government sector which deserve special mention. Moreover, some local level planning also practised by the Upazila Parishad under decentralised administration. As a matter of basic principle, local level plans should be prepared based on the demand of the local people, local problems and local resources through people's active participation. Moreover, local people should be involved in data collection process for identifying local problems, prioritisation of needs, exploring local resources and selection of suitable projects for local development. Information could be collected through participatory

* যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা

survey or participatory rural appraisal techniques. Rural people should also have access in implementing development projects and sharing of benefits derived from the projects. Local level participatory plans should be linked with the national and regional planning process so that it becomes people oriented.

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থনীতির অনুসরণে সমকালোত্তর/প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং মধ্যম মেয়াদী পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প আকারে বিস্তারিত সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনাবিদ, পেশাবিদ ও আমলাগণ কর্তৃক প্রণীত ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে যা 'উপর হতে নিচ' বা নিম্নমুখী (Top-down) পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। এরূপ জাতীয় ও সমষ্টিগত পরিকল্পনার আওতায় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, যোগাযোগ, বাণিজ্য ইত্যাদি খাতওয়ারী পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে থাকে। প্রকল্পায়নের মাধ্যমে গৃহীত এ সকল খাতওয়ারী ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহ মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা লাভের পর হতে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা নিজস্ব সম্পদ ও সামাজিক পুঁজি (Social Capital) এর ব্যবহার এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। যার ফলশ্রুতিতে গ্রামের স্কুল/মাদ্রাসা নির্মাণ/মেরামত বা প্রতিষ্ঠাসহ সাধারণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্যও সরকারের উপর নির্ভরশীল হবার প্রবণতা বাড়ছে। অথচ কয়েক দশক পূর্বেও আত্মশক্তিতে বলীয়ান গ্রামীণ জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে নিজস্ব সম্পদ ও সামাজিক পুঁজির মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে এবং উন্নয়নে অবদান রেখেছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিকল্প ধারার অর্থাৎ 'নিচ হতে উপর' বা

ঊর্ধ্বমুখী (Bottom-up) পরিকল্পনা বা স্থানীয় পরিকল্পনা এবং এর জন্য সহায়ক পরিবেশ। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত মানুষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করলে নিজেদের জীবন মানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে (মজুমদার, ১৯৯১ : ১১)।

ষাটের দশকে এ দেশে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমসবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা সেচ কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ ঘটে। পরবর্তীতে সময়ে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এতে জনগণের অংশগ্রহণের নব ধারা সূচিত হয়। আশির দশকের শুরুতে প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদ এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয় যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণ সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুফল ভোগ করতে পারেন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, বিআরডিবি, এলজিইডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থার শর্তের প্রেক্ষিতে অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি গুরত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ঃ গুরুত্ব ও ধরন

কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ সমাদৃত হবার পর অনেক উন্নয়নশীল দেশ তা প্রয়োগে উৎসাহী হয়ে উঠে এবং প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী মূল চালিকা শক্তি হিসাবে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। পেশাজীবী ও পরিকল্পনাবিদগণ

কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা গ্রামীণ জনগণের আশা-আকাংখা ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম না হওয়ায় বিকল্প ধারায় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। মূলতঃ স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন বা চাহিদা ও সম্পদের প্রাপ্যতার আলোকে স্থানীয় পরিকল্পনা এবং এগুলোকে একত্রিত করে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও এলাকার আঞ্চলিক ও সমষ্টিগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে জনগণ পরিকল্পনাবিদ এবং কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪ ঃ ৪)। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং পরিকল্পনার সুফলভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত কেবলমাত্র পরিকল্পনাবিদ/পেশাদার আমলাগণ কর্তৃক দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া সংগত নহে। স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনার আক্ষরিক অর্থই হলো- যে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ নিজেরা বসে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের কাঙ্খিত ভবিষ্যত রূপরেখা সৃষ্টি করবে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে (মজুমদার, ১৯৯৯ ঃ ১০)। গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রণীত আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উন্নয়নে প্রভূত সফলতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ায় "পল্লীর জনগণকে বিশেষ করে পল্লীর দরিদ্র জনগণকে, উন্নয়ন কাজে জড়ানো বিশেষ লাভজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ" (এসকাপ, ১৯৭৮) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় সেক্টরেই প্রণীত হতে পারে। অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায় হতে আঞ্চলিক পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা/বিভাগ পর্যন্ত যেকোন পর্যায়ে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হতে পারে। এরূপ স্থানীয় পরিকল্পনা নিম্নোক্ত যেকোন উদ্দেশ্যে/ক্ষেত্রে/বিষয়ে প্রণীত হতে পারে। (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪ ঃ ৫) ঃ

ক) এলাকার সর্বাত্মক/আংশিক উন্নয়ন কল্পে

খ) গ্রুপ বা কমিউনিটির উন্নয়ন সাধনে (যেমন ঃ ভূমিহীন, জেলে, তাঁতি, মহিলা ইত্যাদি),

গ) খাত/বিষয় ভিত্তিক উন্নয়ন (যেমন ঃ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি)

ঘ) ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন (রাস্তাঘাট সংস্কার/নির্মাণ, স্কুল/মাদ্রাসা/মন্দির স্থাপন বা মেরামত, পুল/কালভার্ট নির্মাণ বা মেরামত ইত্যাদি)।

স্থানীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো উপরোক্ত যেকোন ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, জনগণের আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিসহ উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। এরূপ পরিকল্পনা গ্রামীণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যা নিরূপণ, স্থানীয় সম্পদ চিহ্নতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে।

জনগণের অংশগ্রহণ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী সংস্থা সনাতনী পদ্ধতি অনুসরণে দাতা সংস্থা, পরামর্শকগণের (কনসালটেন্টদের) পরামর্শ ও সহযোগীতায় উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণতঃ প্রকল্প বাস্তাবয়নের পূর্বে এলাকাবাসীগণের অধিকাংশই জানতে পারে না যে তাদের সমস্যা দূরীকরনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে যাদের জন্য প্রকল্প তাদের প্রকল্প গ্রহণে মতামত দেবার তেমন সুযোগ থাকে না। অথচ সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে নিজেদের মেধা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদ দিয়ে সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারিত হয় এবং এর ফলাফল ভোগে জনগণের অধিকারও নিশ্চিত হয় (কাশেম, ১৯৯৬ ঃ ৩)। এলাকাবাসীদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মতামত দেবার সুযোগ প্রদান করা হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ ফলপ্রসূ ও টেকসই হবার সম্ভাবনা থাকে। বস্তুতঃ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের সক্রিয়

অংশগ্রহণ ব্যতীত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয় (পল, ১৯৮৭ ঃ ১৮)।

অংশগ্রহণ বা গণঅংশগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, প্রকল্প গ্রহণকারী, বাস্তবায়নকারী, সুফলভোগী/ব্যবহারকারীগণের মধ্যে নানা রকমের ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্তরে জনগণের প্রণয়ন ও প্রকল্প অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যাতে সংশ্লিষ্টগণ তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে পারে। অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া একটি প্রকল্পের সুদূর প্রসারী স্থায়ীত্ব আনয়ন করে যেখানে সুফলভোগী জনগোষ্ঠী প্রকল্পের শুরুতেই তার পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং নির্মাণ পর্বে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে তাদের মেধা, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ, ধারণা, শ্রম, অর্থ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীদার হয় (পিনেডা এবং আলম ১৯৯৮ ঃ ৪)। এরূপ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির কারণে গ্রামীণ অবহেলিত জনগোষ্ঠী যেমন ঃ যুবক, মহিলা, নিরক্ষর ও অদক্ষ লোক সংগঠিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকল শ্রেণীর লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তারা নিজ নিজ ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবার সুযোগ পায়। প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর বক্তব্য স্থান পেলে প্রকল্পের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যেতে পারে এবং তখন এটা তাদের নিজস্ব কাজ হিসাবে গণ্য হতে পারে (আদনান এট, এল, ১৯৯৪ ঃ ২৪)।

জনগণের অংশগ্রহণের পর্যায়

স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ মূলতঃ দুটি পর্যায়ে হতে পারে। যথা ঃ ক) তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ, খ) প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন ধাপে অংশগ্রহণ। নিম্নে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য

প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট এলাকা/খাত/বিষয়ের বর্তমান অবস্থা এবং জনগণের চাহিদা জানা। জরীপ বা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমেও স্থানীয় এলাকাবাসীর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। মূলতঃ তথ্য সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনের উপর তথ্যের সঠিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নির্ভরশীল। সনাতনী পদ্ধতিতে প্রধানত ঃ প্রশ্নমালা পূরণ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, আলোচনা ইত্যাদি মাধ্যমে এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ এবং এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্টগণ প্রকল্প সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে থাকেন। অতঃপর উদ্যোক্তাগণ জনগণের উপকারার্থে একটি প্রকল্প নির্বাচন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন এবং এতে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে এমর্মে দাবী করেন। এরূপ পদক্ষেপকে বস্তুতঃপক্ষে অংশগ্রহণ বা জনঅংশগ্রহণ কোন ভাবেই গণ্য করা যায় না।

তাই স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এমন একটি বা একাধিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে যাতে এলাকার জনগণ ঘনিষ্ট হয়ে খোলা মনে মত বিনিময়সহ তথ্য প্রকাশ করতে পারে। তথ্য সংগ্রহের জন্য এমন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যাতে স্থানীয় জনগণ তা সহজে বুঝতে পারেন এবং প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেকোন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা মতামত গ্রামের/এলাকার অধিকাংশ জনগণের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দল কর্তৃক উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে যারা তথ্য/মতামত প্রদানে আগ্রহী তাদের অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের মতামত বা বক্তব্য রাখার সুযোগ পায় এবং তথ্য পুনঃ যাচাইসহ কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের ভিন্ন মতের কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন আসে। (হুদা, ১৯৯৯ ঃ ১৩)। অবশ্য প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী, বিশেষ গ্রুপ বা পেশাজীবীর সাথে আলাদা আলাদা ভাবে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলতঃ দুই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেমন: ১) অংশগ্রহণমূলক জরীপ, ২) অংশগ্রহণমূলক মূ

বিনিময় ও বিশ্লেষণ। নিম্নে পদ্ধতি দুটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। অংশগ্রহণমূলক জরীপ

সনাতনী জরীপে তথ্য সংগ্রহ কাজ প্রধানত ঃ পরিসংখ্যানবিদ/গবেষকগণ কর্তৃক প্রণীত পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নপত্র/ছকে তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং অতঃপর বিভিন্ন পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। অংশগ্রহণমূলক জরীপে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতায় জনগণের মতামত নিয়ে বিষয় সম্বলিত তথ্য ছক (Information Format) বা তথ্য কার্ড ডিজাইন করতে হয়। এলাকার শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক-যুবতি বা সুফলভোগীদেরকে সম্পৃক্ত করে তথ্য কার্ড দ্বারা জরীপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতায় তাদের দ্বারা নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সারণীকরণ করার প্রয়োজন হয় যাতে বিষয় ভিত্তিক এলাকার বিরাজমান অবস্থা/সমস্যা এবং চাহিদা নিরূপণ করা যায়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে পৃথক ছক ব্যবহার করে এলাকার সাধারণ তথ্যাদি এবং স্থানীয় সম্পদ সনাক্তকরণ এবং স্থানীয় সম্পদ সম্ভার (Local Resource Inventory) নিরূপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় পরিকল্পনা বা গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পারিবারিক তথ্য কার্ড ব্যবহার করে গ্রাম পর্যায়ে তথ্য ব্যাংক গঠন বা গ্রাম তথ্য বই (Village Information Book) প্রণয়নের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

২। অংশগ্রহণমূলক মত বিনিময় ও বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা/চাহিদা নিরূপণার্থে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে তথা অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু, বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের প্রধান পদ্ধতিসমূহ এবং এর প্রয়োগ কৌশল

পদ্ধতির নাম	প্রয়োগ কৌশল
ঘনিষ্টতা স্থাপন (Rapport Building)	গ্রামীণ জনগণকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে জড়িত করণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সাথে পরিচিত হওয়া ও মত বিনিময় করা। অতঃপর এলাকাবাসীর আলোচনা করে পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা তৈরী করা।
১। গ্রাম পরিভ্রমণ (Village Transect)	গবেষক/সহায়তাকারী দল এলাকাবাসীদের সাথে নিয়ে গ্রাম/এলাকার প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ব্যবহার, ফসল, গাছপালা ও সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা নেয়া এবং এসকল তথ্যাদি লেখচিত্র/ছকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদেরকে সহায়ত করা।
২। সামাজিক ও সম্পদ মানচিত্র অংকন (Social and Resource Mapping)	গ্রাম/এলাকায় বসবাসরত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবী পরিবারের অবস্থান, এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ আলোচনার ভিত্তিতে মাটিতে বা একটি কাগজে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীদেরকে সহায়তা করা যাতে এলাকার সামাজিক অবস্থা ও সম্পদ সম্পর্কে তারা ধারণা লাভ করতে পারেন।
৩। চা-পাতি চিত্র (Venn Diagram)	এলাকাবাসীগণ মতামতের ভিতিত্তে এলাকার সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সেবা-সহায়তাগত সম্পর্ক/প্রভাবকে বিভিন্ন আকারের চা-পাতি বা ভ্যান দ্বারা প্রদর্শনপূর্বক যোগাযোগ বিষয়ক অবস্থা বা প্রভাব জানা।

পদ্ধতির নাম	প্রয়োগ কৌশল
৪। সময়রেখা/ধারা (Time line/Trends)	অংশগ্রহণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে কোন এলাকার উন্নয়ন ধারা, দূর্যোগ, সমস্যা ইত্যাদির একটি সময় বিবর্তন/ধারার চিত্র তৈরী করা এবং এর থেকে পরিবর্তনের কারণসমূহ সম্বন্ধে ধারনা লাভ করা।
৫। ঋতুভিত্তিক বিশ্লেষণ (Seasonality Analysis)	এলাকাবাসীদের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান, শ্রম চাহিদা, রোগ ঋণসুবিধা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির অবস্থা/প্রকটতা সম্বন্ধে জানা এবং ঘটনা ভিত্তিক চিত্রায়িত করা।
৬। আর্থিক সচ্ছলতার স্তর বিন্যাস (Wealth Ranking)	এলাকাবাসীদের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে আর্থিক সচ্ছলতা/সম্পদের ভিতিতে তাদের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস (তথা ধনী, মধ্যবিত্ত, গরীব ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত) করা। এরূপ স্তর বিন্যাস সামাজিক মানচিত্র বা বিভিন্ন ধরনের এবং শ্রেণীর ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে করা যায়।
৭। দৈনিক কাজের রূপরেখা (Daily Activity Profile)	কোন এলাকার জনগণের শ্রেণীভিত্তিক (যেমন ঃ পুরুষ ও মহিলাদের) দৈনিক সময় ব্যবহার সম্পর্কে জানা।
৮। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার বিন্যাস (Problem Identification and Preference Ranking)	বিভিন্ন শ্রেণী স্তরের বাসিন্দাদের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যার প্রকটতার নিরূপন করা। সমস্যা ও ক্যাটাগরীর বিপরীতে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সমস্যার অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।

সমস্যা বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প নির্বাচন

অংশগ্রহণভিত্তিক জরীপ ও মত বিনিময় এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করতঃ ঐক্যমতক্রমে গ্রাম/এলাকার মূল সমস্যা (Core Problem). এর কারণসমূহ (Causes) নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর মূল ও অন্যান্য সমস্যার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ নিরূপণ করতে হবে। মূল সমস্যা, এর কারণসমূহ এবং সৃষ্ট প্রভাবকে সমস্যা বৃক্ষ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যেতে পারে। এ সমস্যা বৃক্ষ সমস্যা দূরীকরণের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ হিসাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং উন্নয়ন লক্ষ্য প্রণয়নে সহয়তা করবে। কোন এলাকার বিরাজিত সমস্যাদি ঐ এলাকায় গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে। কোন এলাকার চিহ্নিত সমস্যাবলী দূরীকরণ/ কমানোর জন্য ভিন্নমুখী একাধিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এলাকাবাসীগণ পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যার অগ্রাধিকার নিরূপণ করবে এবং তাঁদের নিজস্ব/স্থানীয় সম্পদ এবং সম্ভাব্য বহির্সম্পদের ভিত্তিতে সর্বাধিক লাভজনক একটি কর্মকাণ্ড/প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এলাকার সমস্যাবলীর আলোকে একাধিক প্রকল্প বা বিকল্প গ্রহণের সুযোগ থাকলে বিকল্প বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতে পারে। এরূপ প্রেক্ষাপটে প্রতিটি বিকল্প থেকে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা, আয় অর্জন, ব্যয় সুবিধা, প্রয়োগ যোগ্যতা ও স্থায়ীত্ব, পরিবেশগত দিক, ব্যবস্থাপনাগত ও কারিগরী দিক ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এ সকল বিষয়ের বিপরীতে অংশগ্রহণমূলক মতামত, গুরুত্ব প্রদত্ত মান বিবেচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং করতঃ লাভজনক একটি প্রকল্প নির্বাচন করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	প্রকল্প নির্বাচনের নির্ণায়ক (Indicators)	গুরুত্ব প্রদত্ত মান (Weighted Score)	বিকল্পসমূহ		
			প্রকল্প-ক	প্রকল্প-খ	প্রকল্প-গ

অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ফলপ্রসূতা ও যথার্থতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহের কারিগরী, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা করতঃ তন্মধ্যে সর্বাধিক লাভজনক একটি প্রকল্প নির্বাচন এবং তা বাস্তবায়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপসংহার

স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও সৃষ্ট সুফলভোগে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যাদের জন্য উন্নয়ন তারাই উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং নিজদের মেধা ও প্রাপ্য সম্পদের ভিত্তিতে নিজেদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। পরিকল্পনাকে জনমুখী করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় পরিকল্পনার যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার এবং রহমান, মোঃ মিজানুর (১৯৯৪), *স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল,* বার্ড, কুমিল্লা।

এসকাপ (১৯৭৮), *লোকাল লেভেল প্লানিং ফর ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলাপমেন্ট, রিপোর্ট অব এ এসকাপ গ্রুপ মিটিং* ৬-১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ ইং।

মজুমদার, বদিউল আলম (১৯৯৯), *প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে পকিল্পনা ও সহায়ক পরিবেশ,* উজ্জীবক বার্তা, ২৩তম সংখ্যা, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ঢাকা।

পিনেডা, ভিক্টোরিয়া আর এবং আলম, খুরশিদ (১৯৯৮), *গ্রামীণ সড়ক ও উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে (আরআরএমআইএমপি-২) ব্যবহারকারীগণের অংশগ্রহণ,* স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

আদনান এট, এল, (১৯৯৪), *জনগণের অংশগ্রহণ ঃ ফ্যাপ প্রসঙ্গে এনজিওদের ভূমিকা-একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন,* রিসার্চ এ্যান্ড এ্যাডভাইজরী সার্ভিসেস, অক্সফাম-বাংলাদেশের উদ্যোগ, ঢাকা।

পল, স্যামায়েল (১৯৮৭), *কমিউনিটি পার্টিসিপেশন ইন ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট,* দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।

কাশেম, আবুল (১৯৯৬), *স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা ঃ জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা এবং সম্ভাব্য কর্মকৌশল,* ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিউম-৯, নং-১ ও ২ জানুয়ারী ও জুন ১৯৯৬ ইং।